নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন—

রামের সুমতি

রামের সুমতি

শ্যামলাল ও রামলাল দুই বৈমাত্রেয় ভাই। শ্যামলাল বড়। রামলালের বয়স প্রায় ষোল। অতিশয় দুরন্ত। সমস্ত গ্রামখানা তাহার ভয়ে ভীত। লোকে বলিত সে নাকি বৌদি'র আদরেই এমন হইয়া উঠিয়াছে। আড়াই বৎসর বয়স হইতেই শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী মাতৃহীন রামকে বুকে তুলিয়া লেন।

* * *

নারায়ণী জ্বরে পড়িলেন। সাত দিন কাটিয়া গেল, তথাপি জ্বর ছাড়িল না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর ঝি নৃত্যকালীকে, নীলমণি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

নৃত্যকালী ফিরিয়া আসিল। নীলমণি আসিতে পারিবেন না। এক টাকার জায়গায় চারি টাকা ভিজিটে তাহাকে ভিন গ্রামে যাইতে হইবে। শ্যামলাল বিরক্ত হইল। রামলাল নৃত্যকালীর সব কথাই শুনিতে পাইল এবং নিজে সোজা ডাক্তারের বাড়ী চলিয়া গেল।

রামলাল নীলমণি ডাক্তারকে শাসাইয়া বলিয়া আসিল যে, সেই দিনের মধ্যে যদি তাহার বৌদি'র জ্বর না ছাড়ে তবে সে তাহার কলমের আম বাগান নষ্ট করিয়া দিবে ও শিশি বোতল গুঁড়া করিয়া দিবে!

নারায়ণী সারিয়া উঠিলেন। এবার, নীলমণি ডাক্তারের ওষুধ খাঁটি!

.....নৃত্যকালী বলে 'তোমার জন্যেই তো ছেলে অমন হচ্ছে, পাড়ার লোকে ভাল বলে না মা।' নারায়ণী রুষ্ট হইয়া বলিলেন 'লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখেনা!'... .....

একদিন বিধবা দিগম্বরী কন্যা নারায়ণীর বাড়ীতেই আশ্রয় লইলেন।

দিগম্বরী স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণহৃদয়া, কলহ-প্রিয়া। এ-সংসারে রামও যে একজন অংশীদার, এই কারণেই প্রথম হইতে তিনি তাহাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন। একদিন সকালবেলা রাম মূলশূণ্য একটা অশ্বত্থের চারা আনিয়া বাড়ীর উঠানের মাঝখানে পুঁতিবার আয়োজন

করিতেছিল। দিগম্বরী দেখিয়া জলিয়া উঠিলেন। কিন্তু রামলাল তাঁহার কথায় কাণই দিল না, ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠানটা কাদা করিয়া তুলিল।

রাম স্কুলে চলিয়া গেল। সেই অবসরে দিগম্বরী গোপনে গাছটি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেন।

স্কুল হইতে ফিরিয়া রামলাল দেখিল গাছ নাই! ক্রোধে, দুঃখে সে চিৎকার করিয়া লাফালাফি সুরু করিল। নারায়ণী রামলালকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন 'মঙ্গলবারে কি গাছ পুঁততে আছে, বাড়ীর বৌ মরে যায়।' রামলাল ভাবিল গাছটি বৌদি' ফেলিয়া দিয়াছে। ভালই করিয়াছে। বৌদি'র অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রামলাল অতি সহজেই শান্ত হইল।

দিগম্বরীর জেদ চাপিয়া গিয়াছে। রামলালের কোন প্রতিপত্তি এ-বাড়ীতে তাঁহার সহ্যের সীমার বাহিরে। নারায়ণীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি একদিন প্রচুর ঝাল দিয়া মাছের তরকারী রান্না করিলেন। রাম খাইতে বসিয়া উৎকট ঝালের জ্বালায়, দিগম্বরীকে বুড়ী ডাইনী বলিয়া, ভাতের থালায় জল ঢালিয়া, বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। নারায়ণী আসিয়া দিগম্বরীকে বলিলেন 'মা! নাইবা ঝাল দিলে বাড়ীর কেউ যখন খায় না।'.....দিগম্বরী পা ছড়াইয়া কাঁদিলেন, সুরোর হাথ ধরিয়া বলিলেন, 'আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ ক'রব না!'

পায়ে জল ঢালিয়া, আঁচল দিয়া মুছিয়া তখনকার মত রাগ থামাইয়া নারায়ণী দিগম্বরীকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন।.....

শেষ পর্য্যন্ত অশান্তিতে অতিষ্ঠ হইয়া শ্যামলাল নারায়ণীকে বলিলেন 'ওকে আলাদা করিয়া দেব।'

নারায়ণী শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। রামকে বলিলেন 'আলাদা থাকতে পারবি না?

রাম বলিল 'কবে যাওয়া হবে বৌদি'?'.....

রামলালের দুইটি পোষা মাছ ছিল। রাম তাহাদের নাম দিয়াছিল কার্ত্তিক গনেশ। তাহারা নাকি মানুষের মত কথা শুনিত। দিগম্বরীর নজর পড়িল সেই মাছের উপর। জামাইকে বলিলেন, 'বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করব, তুমি যদি মত দাও।' শ্যামলাল মত দিলেন।.....ভগা জেলেকে দিগম্বরী বলিয়া দিলেন 'ওই মাছই আমার চাই।'

রাম খবর পাইয়া পুকুর ঘাট হইতে ভগাকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার

পর নারায়ণী হুকুম দিলেন 'মাছ ধরে আন্।' তিনি জানিতেন না মায়ের চক্রান্ত। মাছ আসিল—রামের গণেশ। রাম এত বড় নির্ম্মম আঘাত

বৌদি'র নিকট হইতে ইহার পূর্ব্বে কখনও পায় নাই। সে উপবাস করিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে রামলাল একদিন দিগম্বরীর অত্যাচারে অস্থির হইয়া হাতের পেয়ারা ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিল। কিন্তু পেয়ারা নারায়ণীর কপালে লাগিয়া তাঁহার কপাল ফুলিয়া উঠিল। শ্যামলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নারায়ণীকে দিব্যি দিলেন 'তুমি যদি রামের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ, তবে যেন আমার মরা মুখ দেখ।'

ইহার পর নারায়ণী কি রামের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন ?

গান

(১)

গহীন কাননে বাঁশী বাজে গো
বাঁশরীয়া ভাঙ্গিয়া নিল ঘরে।
বাঁশী যে বান্ধিল বাসারে
মোর কাণের ভিতরে।
কাণে কাণে কয় সে কথা
প্রাণে ওঠে ঝড়,
বাহির হ'তে নারি আমি
ঘরি পরের ঘর,
প্রাণ চমকি চমকি ওঠে রে
মন যে কেমন করে।
নিঝুম রাতে শীতল বায়ে
পরশ লাগে গায়
নয়ন ভরিল যেন স্বপন মায়ায় ;
আঁখি জলে গড়ি নদী
দিব গো সাতার,
ঐ সুরের ভেলা বেয়ে আমি
পার হব আঁধার,
গাঁথবোনা আর অশ্রুমালা রে
একলা ব'সে ঘরে।

(২)

শোন শোন শ্যাম শুক পাখীরে
শোনরে মিনতি,
তোমা বিনে বৃন্দাবনে
মিছা এ বসতি।
বাসনা ছিল অন্তরে
রাখব তোমায় হৃদ্‌পিঞ্জরে,
দিবানিশি হেরব তোমার
মোহন মূরতি !
তুমি সে আঁখির তারা
তুমি পরশমণি,
পলকে পরাণে মরে
মণি-হারা ফণী ;
পিরীতি চন্দন দিয়া
তোমারে সঁপেছি হিয়া,
মোরে পাশরিলে লাগে
আমার শপতি।

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

রামের সুমতি

ভূমিকায় : শ্রীমতী মলিনা, ছবি রায়, রাজলক্ষ্মী, শিশির বটব্যাল (এঃ), মায়া বোস, মাষ্টার সুগত, শুভ্রা, ফণী রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বীরেশ্বর সেন, নরেশ বোস, মনোতোষ ব্যানার্জ্জি (এঃ), মনোরমা, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, কেষ্ট দাস, আদিত্য ঘোষ, আদল, চ্যাটার্জ্জি, অমরেশ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ দে, খগেন পাঠক, অসিত সেন, ছাবু, টুলু, প্রভৃতি।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়**

সঙ্গীত-পরিচালক : পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রশিল্পী : মনু বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-পরিকল্পক : সৌরেন সেন
চিত্ররূপ-পরিকল্পক : সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গীতকার : সুরেন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক : হরিদাস মহলানবিশ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন
সেট-নির্ম্মাতা : পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপক : জলু বড়াল
কর্ম্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী

: সহকারীগণ :

পরিচালনায় : চিত্ততোষ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পে : নির্ম্মল গুপ্ত, প্রীতি হালদার, নরেন মজুমদার। সুরশিল্পে : বীরেন বল। শব্দযন্ত্রে : প্রদ্যোৎ সরকার, অনিল নন্দন। সম্পাদনায় : সুবোধ রায়। রসায়নায় : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার। সেট-নির্ম্মাণে : মোহিনী মুখোপাধ্যায়। কলাশিল্পে : সুনীতি মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র শেণ্ডে, হাসান, নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ। সাজসজ্জায় : যতীন কুণ্ডু। রূপসজ্জায় : সামশের আলী, মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনায় : খগেন হালদার, মনোজ মিত্র, বীরেন দাস, ধীরেন দাস, গৌর দাস।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা

চণ্ডীদাস

মীরাবাঈ

দেবদাস

বিদ্যাপতি

দিদি

ভাগ্যচক্র

দেশের মাটি

সাপুড়ে

পরিচয়

উদয়ের পথে

নার্স সিসি

প্রতিবাদ

মন্ত্রমুগ্ধ

বিষ্ণুপ্রিয়া

রূপকথা

পরিত্রাণ

নিউ থিয়েটার্সের অতুলনীয়

চিত্রসম্ভার—

নির্ম্মায়মান চিত্র—

প্রবোধ স্যান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে

পরিচালনা—কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কলিকাতা ২৫

কথাচিত্রে

শরৎচন্দ্রের

বামুনের মেয়ে

THE NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

রামের সুমতি

ভূমিকায় ঃ শ্রীমতী মলিনা, ছবি রায়, রাজলক্ষ্মী, শিশির বটব্যাল (এঃ), মায়া বোস, মাষ্টার সুগত, শুভ্রা, ফণী রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বীরেশ্বর সেন, নরেশ বোস, মনোতোষ ব্যানার্জ্জি (এঃ), মনোরমা, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, কেষ্ট দাস, আদিত্য ঘোষ, আদল চ্যাটার্জ্জি, অমরেশ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ দে, খগেন পাঠক, অসিত সেন, ছাবু, টুলু, প্রভৃতি।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়**

সঙ্গীত-পরিচালক ঃ পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রশিল্পী ঃ মনু বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী ঃ বাণী দত্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-পরিচালক ঃ সৌরেন সেন
চিত্ররূপ-পরিকল্পক ঃ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গীতকার ঃ সুরেন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক ঃ হরিদাস মহলানবিশ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ ঃ পঞ্চানন নন্দন
সেট-নির্ম্মাতা ঃ পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপক ঃ জলু বড়াল
কর্ম্মসচিব ঃ জগদীশ চক্রবর্ত্তী

★

ঃ সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় ঃ চিত্ততোষ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পে ঃ নির্ম্মল গুপ্ত, প্রীতি হালদার, নরেন মজুমদার। সুরশিল্পে ঃ বীরেন বল। শব্দযন্ত্রে ঃ প্রদ্যোৎ সরকার, অনিল নন্দন। সম্পাদনায় ঃ সুবোধ রায়। রসায়নায় ঃ বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার। সেটনির্ম্মাণে ঃ মোহিনী মুখোপাধ্যায়। কলাশিল্পে ঃ সুনীতি মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র শেণ্ডে, হাসান, নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ। সাজসজ্জায় ঃ যতীন কুণ্ডু। রূপসজ্জায় ঃ সামশের আলী, মদন পাঠক। ব্যবস্থাপনায় ঃ খগেন হালদার, মনোজ মিত্র, বীরেন দাস, ধীরেন দাস, গৌর দাস।

পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা

মূল্য দুই আনা

রামের সুমতি

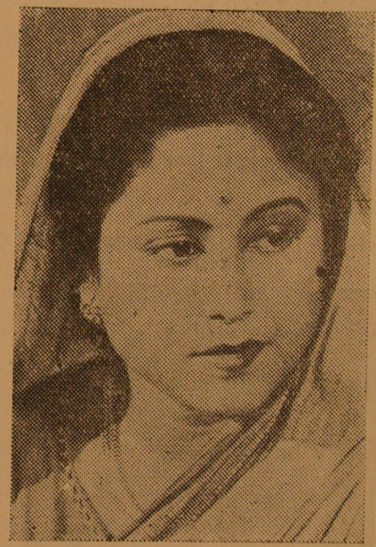

শ্যামলাল ও রামলাল দুই বৈমাত্রেয় ভাই। শ্যামলাল বড়। রামলালের বয়স প্রায় ষোল। অতিশয় দুরন্ত। সমস্ত গ্রামখানা তাহার ভয়ে ভীত। লোকে বলিত সে নাকি বৌদি'র আদরেই এমন হইয়া উঠিয়াছে। আড়াই বৎসর বয়স হইতেই শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী মাতৃহীন রামকে বুকে তুলিয়া নেন।

.....

নারায়ণী জ্বরে পড়িলেন। সাত দিন কাটিয়া গেল, তথাপি জ্বর ছাড়িল না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর ঝি নৃত্যকালীকে, নীলমণি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

নৃত্যকালী ফিরিয়া আসিল। নীলমণি আসিতে পারিবেন না। এক টাকার জায়গায় চারি টাকা ভিজিটে তাহাকে ভিন গ্রামে যাইতে হইবে। শ্যামলাল বিরক্ত হইল। রামলাল নৃত্যকালীর সব কথাই শুনিতে পাইল এবং নিজে সোজা ডাক্তারের বাড়ী চলিয়া গেল।

রামলাল নীলমণি ডাক্তারকে শাসাইয়া বলিয়া আসিল যে, সেই দিনের মধ্যে যদি তাহার বৌদি'র জ্বর না ছাড়ে, তবে সে তাহার কলমের আম বাগান নষ্ট করিয়া দিবে ও শিশি বোতল গুঁড়া করিয়া দিবে!

নারায়ণী সারিয়া উঠিলেন। এবার, নীলমণি ডাক্তারের ওষুধ খাঁটি!

……নৃত্যকালী বলে 'তোমার জন্যেই তো ছেলে অমন হচ্ছে, পাড়ার লোকে ভাল বলে না মা।' নারায়ণী রুষ্ট হইয়া বলিলেন 'লোকে আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখেনা।'……

একদিন বিধবা দিগম্বরী কন্যা নারায়ণীর বাড়ীতেই আশ্রয় লইলেন।

দিগম্বরী স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণহৃদয়া, কলহ-প্রিয়া। এ-সংসারে রামও যে একজন অংশীদার, এই কারণেই প্রথম হইতে তিনি তাহাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন। একদিন সকালবেলা রাম মূলশূণ্য একটা অশ্বত্থের চারা আনিয়া বাড়ীর উঠানের মাঝখানে পুঁতিবার আয়োজন করিতেছিল। দিগম্বরী দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু রামলাল তাঁহার কথায় কাণই দিল না, ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠানটা কাদা করিয়া তুলিল।

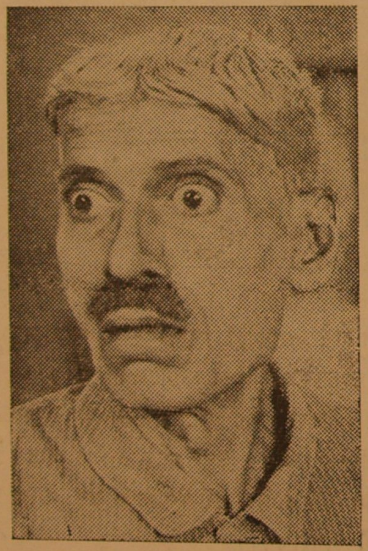

রাম স্কুলে চলিয়া গেল। সেই অবসরে দিগম্বরী গোপনে গাছটি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেন।

স্কুল হইতে ফিরিয়া রামলাল দেখিল গাছ নাই! ক্রোধে, দুঃখে সে চিৎকার করিয়া লাফালাফি সুরু করিল। নারায়ণী রামলালকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন 'মঙ্গলবারে কি গাছ পুঁততে আছে, বাড়ীর বৌ মরে যায়।' রামলাল ভাবিল গাছটি বৌদি' ফেলিয়া দিয়াছে। ভালই করিয়াছে। বৌদির অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রামলাল অতি সহজেই শান্ত হইল।

দিগম্বরীর জেদ চাপিয়া গিয়াছে। রামলালের কোন প্রতিপত্তি এ-বাড়ীতে তাঁহার সহ্যের সীমার বাহিরে। নারায়ণীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি একদিন প্রচুর ঝাল দিয়া মাছের তরকারি রান্না করিলেন। রাম খাইতে বসিয়া উৎকট ঝালের জ্বালায়, দিগম্বরীকে বুড়ী ডাইনী বলিয়া, ভাতের থালায় জল ঢালিয়া, বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। নারায়ণী আসিয়া দিগম্বরীকে বলিলেন 'মা! নাইবা ঝাল দিলে, বাড়ীর কেউ যখন খায় না।'……দিগম্বরী পা ছড়াইয়া কাঁদিলেন, সুরোর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ ক'রব না!'

পায়ে জল ঢালিয়া, আঁচল দিয়া মুছিয়া তখনকার মত রাগ থামাইয়া নারায়ণী দিগম্বরীকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন।……

শেষ পর্য্যন্ত অশান্তিতে অতিষ্ঠ হইয়া শ্যামলাল নারায়ণীকে বলিলেন 'ওকে আলাদা করে দেব।'

নারায়ণী শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। রামকে বলিলেন 'আলাদা থাকতে পারবি না?'

রাম বলিল 'কবে যাওয়া হবে বৌদি'?'....

রামলালের দুইটি পোষা মাছ ছিল। রাম তাহাদের নাম দিয়াছিল কার্ত্তিক গণেশ। তাহারা নাকি মানুষের মত কথা শুনিত। দিগম্বরীর নজর পড়িল সেই মাছের উপর। জামাইকে বলিলেন, 'বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করব, তুমি যদি মত দাও।' শ্যামলাল মত দিলেন।.... ভগা জেলেকে দিগম্বরী বলিয়া দিলেন 'ওই মাছই আমার চাই।

রাম খবর পাইয়া পুকুর ঘাট হইতে ভগাকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার পর

নারায়ণী হুকুম দিলেন 'মাছ ধরে আন্।' তিনি জানিতেন না মায়ের চক্রান্ত। মাছ আসিল—রামের গণেশ! রাম এত বড় নির্ম্মম আঘাত বৌদি'র নিকট হইতে ইহার পূর্ব্বে কখনও পায় নাই। সে উপবাস করিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে রামলাল একদিন দিগম্বরীর অত্যাচারে অস্থির হইয়া হাতের পেয়ারা ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিল। কিন্তু

পেয়ারা নারায়ণীর কপালে লাগিয়া তাঁহার কপাল ফুলিয়া উঠিল। শ্যামলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নারায়ণীকে দিব্যি দিলেন 'তুমি যদি রামের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ, তবে যেন আমার মরা মুখ দেখ।'

ইহার পর নারায়ণী কি রামের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন?

গান

(১)

গহীন কাননে বাঁশী বাজে গো
বাঁশরীয়া ভাঙ্গিয়া নিল ঘরে।
বাঁশী যে বান্ধিল বাসারে
মোর কাণের ভিতরে।
কাণে কাণে কয় সে কথা
প্রাণে ওঠে ঝড়,
বাহির হ'তে নারি আমি
করি পরের ঘর,
প্রাণ চমকি চমকি ওঠে রে
মন যে কেমন করে।
নিঝুম রাতে শীতল বায়ে
পরশ লাগে গায়
নয়ন ভরিল যেন স্বপন মায়ায়;
আঁখি জলে গড়ি নদী
দিব গো সাঁতার,
ঐ সুরের ভেলা বেয়ে আমি
পার হব আঁধার,
গাঁথবোনা আর অশ্রুমালা রে
একলা ব'সে ঘরে।

(২)

শোন শোন শ্যাম শুক পাখীরে
শোনরে মিনতি,
তোমা বিনে বৃন্দাবনে
মিছা এ বসতি।
বাসনা ছিল অন্তরে
রাখব তোমায় হৃদ্‌পিঞ্জরে,
দিবানিশি হেরব তোমার
মোহন মূরতি।
তুমি সে আঁখির তারা
তুমি পরশমণি,
পলকে পরাণে মরে
মণি-হারা ফণী;
পিরীতি চন্দন দিয়া
তোমারে সঁপেছি হিয়া,
মোরে পাশরিলে লাগে
আমার শপতি।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।